Machine Translated by Google

লাহোর রেজোলিউশন

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক স্বদেশ এবং একটি পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেছিল। 23 মার্চ 1940 সালে, পাকিস্তানের লাহোরে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হক ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির দাবিতে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। যা ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

লাহোর কি অফার করে?

ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের সূচনা থেকেই মুসলমানরা ব্রিটিশদের দ্বারা নানাভাবে নিপীড়িত ও শোষিত হতে থাকে। এছাড়াও, 1793 সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে, মুসলমানরা প্রায়ই হিন্দু জমিদার, নায়েব এবং মহাজনদের দ্বারা শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়।

1920 সাল থেকে ভারতে স্বৈরাচারী আন্দোলন চলতে থাকে। ব্রিটিশরা বিভিন্নভাবে এসব আন্দোলনকে প্রতিহত করে। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে চলতে থাকা এই আন্দোলনের অবসান ঘটাতে ৩টি গোলটেবিল বৈঠক সহ বিভিন্ন আলোচনার পর, ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়ান রুল অ্যাক্ট পাস করে। তবে তা সে সময়ের জনপ্রিয় দুটি দল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ভারতের শাসন আইনের জটিলতার কারণে। ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

ভারতীয় শাসন আইন বাস্তবায়নের জন্য 1935 সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ১১টি রাজ্যের মধ্যে ৭টিতে জয় পেয়েছে কংগ্রেস। মুসলিম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুসারে, কংগ্রেসের একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করার কথা ছিল, কিন্তু কংগ্রেস মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে একটি একক মন্ত্রিসভা গঠন করে।

মুসলিম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাবে একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করে। এর ফলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তারপর কংগ্রেস পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু তার দূরদর্শী নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের আবারও অবনতি ঘটে।

কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে আইন আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া বন্দে মাতরম জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃত। নেহেরু একটি ঘোষণায় বলেছিলেন, “ভারতীয় উপমহাদেশে কেবল দুটি দলের অস্তিত্ব রয়েছে – কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকার। অন্য সব দল কংগ্রেসের।

কংগ্রেসের এমন মনোভাবের মধ্যে মুসলমানদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। 1939 সালে, তিনি মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করেন এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, না, ভারতে দুটি দল নয়, তৃতীয় পক্ষ রয়েছে। আর তা হলো মুসলিম লীগ- মুসলমানদের দল। তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি।''

এই স্বাধীন জাতি ঘোষণার পর থেকেই মুসলমানরা একটি স্বাধীন আবাসভূমি গঠনের কথা ভাবতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, দুটি পৃথক হিন্দু-মুসলিম আবাসভূমি ব্রিটিশরা দাবি করেছিল। তখন জিন্নাহ ঘোষণা করেন, "ছোট দায়িত্ব ও ক্ষুদ্র ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট সীমিত পরিধির দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠরা প্রমাণ করেছে যে হিন্দুস্তান শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য।"

এছাড়া জিন্নাহ আরো বলেন, "হিন্দু-মুসলিম দুটি পৃথক জাতি। তাই মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। ফলশ্রুতিতে, 23 মার্চ 1940 সালে, লাহোরে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে শেখ ফজলুল হক একটি প্রস্তাব পেশ করেন। উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির দাবি।এটি ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।২৪শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

লাহোর রেজুলেশনে বলা হয়েছে, অল
ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গি এটাই যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের মতো যে অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলিকে গঠনের জন্য দলবদ্ধ করা উচিত। 'স্বাধীন রাষ্ট্র' যেখানে গঠনমূলক ইউনিটগুলি স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম হবে'

Machine Translated by Google

লাহোর প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য 1. "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ
দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করে যে ভারত সরকার আইন, 1935-এ থাকা ফেডারেল স্কিমটি ভারতীয় মুসলমানদের কাছে অগ্রহণযোগ্য কারণ এটি দেশের বিদ্যমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অকার্যকর।"

2. "মুসলিম ভারত অসন্তুষ্ট হবে যদি সমগ্র সাংবিধানিক পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা না করা হয় এবং মুসলমানদের অনুমোদন ও সম্মতি ছাড়া সংবিধান প্রণয়ন করা হলে তাদের কাছে কোনো সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য হবে না।"

3. "নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের বিবেচিত মতামত যে ভারতে কোনো শাসনব্যবস্থা মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বা গ্রহণ করা যাবে না যদি না তা মমিরীখতের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।"

• ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে সংলগ্ন ইউনিটগুলিকে পৃথক অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত। • এই সমস্ত অঞ্চলগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা উচিত যাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত।
• এই স্বাধীন রাজ্যগুলির প্রদেশগুলি হবে স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম। • এই অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য, তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সংবিধানে কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান থাকা উচিত।

• ভারতের অন্যান্য অংশে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর এবং বাধ্যতামূলক বিধান করা হবে। তাদের তাৎক্ষণিক পরামর্শের জন্য।

লাহোর প্রস্তাবের পরিণতি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব
উপস্থাপনের পর, ভারতের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা একটি নতুন অনুপ্রেরণার সন্ধান করেছিল এবং একটি স্বাধীন স্বদেশের আশা করেছিল। লাহোর প্রস্তাব মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। তারা আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তুলতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে, হিন্দু সম্প্রদায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের বিচ্ছিন্নতা মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে।

এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগকে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নির্দেশনা দেওয়া হয়। লাহোর প্রস্তাব তখন পাকিস্তান প্রস্তাবে বিকশিত হতে শুরু করে। 1946 সালে, দিল্লিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম আইনসভার সম্মেলনে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনার পরিবর্তে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে হিন্দুরা তাদের মাতৃভূমির বিচ্ছেদ দেখতে পায়। লাহোর রেজুলেশনের প্রতিক্রিয়ায় মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, "লাহোর রেজোলিউশন মেনে নেওয়ার অর্থ হবে ভারতকে খণ্ডিত করা এবং পাপ হবে।"

নেহরুর মতে, "যদি লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়, ভারত বলকান রাজ্যগুলির মতো একটি ছোট খণ্ডিত কর্তৃত্ববাদী পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত হবে।"
1940 সালের লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রত্যাহার করে নেয়। তদনুসারে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মুখে তারা ভারত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে, 1947 সালের 14 এবং 15 আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্র, পাকিস্তান এবং ভারত গঠন করে।